হুমায়ুন আজাদ

বাংলাদেশের মৌলবাদী ইসলামী শক্তির বিদ্ধে সংগ্রামের আর এক নাম হুমায়ুন আজাদ

প্রতিবাদী লেখক, ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের বিদ্ধে অক্লান্ত সংগ্রামী আজাদ এখন ঘুমিয়ে আছেন নিজ গ্রামের বাড়ির আঙিনায়, মুন্সীগঞ্জ জেলার রাঢ়িখাল গ্রামে। রাঢ়িখাল, অত্যন্ত পরিচিত নাম, শুধু বাংলাদেশের নয়, ভারতবর্ষেও। ওই গ্রামেরই সন্তান বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু। জগদীশচন্দ্র বসু যে বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন সেই বাড়িতেই গড়ে ওঠে জগদীশচন্দ্র বসু ইনস্টিটিউশন ও কলেজ। সেখানেথেকে হুমায়ুন আজাদের জন্ম ভিটা মাত্র এক কিলোমিটার। বসু ইনস্টিটিউশনে পড়াশোনা করেছেন হুমায়ুন আজাদ। হুমায়ুন আজাদ জন্মগ্রহণ করেন ২৮শে এপ্রিল, ১৯৪৭ সালে। হুমায়ুনরা তিন ভাই। তিনি ছিলেন বড়, হুমায়ুন আজাদ ও লতিফা কোহিনুর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একই সঙ্গে পড়াশোনা করতেন। পরে তাঁরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। আজাদের প্রথম কবিতার বই 'অলৌকিক ইস্টিমার'। বইটি উৎসর্গ করেন লতিফাকে। তাঁর দুই কন্যা মৌলি ও স্মিতা এবং এক ছেলে অনন্য।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ হুমায়ুন আজাদ আজীবন শিক্ষকতার সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সমিতির প্রাক্তন সভাপতি ছিলেন। এর পাশাপাশি তিনি কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ, সমালোচনা, ভাষা-বিজ্ঞান, রাজনীতি বিশ্লেষণ, কিশোর সাহিত্য — বিচিত্র শাখায় সাহিত্যচর্চা করেছেন। এ পর্যন্ত তাঁরসত্তরটি বই প্রকাশ পেয়েছে। গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত তাঁর সর্বশেষউপন্যাস 'পাক সার জমিন সংবাদ'কে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ মৌলবাদী ইসলামীশক্তি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০০৩ সালে ঢাকায় দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় ঈদ সংখ্যায়। পরে একই বছরে ডিসেম্বরে বই আকারে প্রকাশিত হয়। এটি প্রকাশিত হওয়ার পর ধর্মান্ধ শক্তি বইটি নিষিদ্ধ করার দাবি জানায়। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদেও এই দাবি ওঠে। উন্মাদ ও ক্ষিপ্ত এইশক্তি হুমায়ুনআজাদের ও তাঁর পরিবারের উপর আক্রমণ ও প্রাণনাশের হুমকি দেয়। বাংলাদেশের প্রগতিশীল শক্তিঅধ্যাপক আজাদের পক্ষে দাঁড়ায়। এর আগেও ১৯৯২ সালে তাঁর লেখা 'নারী' বই টি নিষিদ্ধ করা হয় ১৯ নভেম্বর, ১৯৯৫, পরে অবশ্য জনমতের চাপে ২০০৩ সালে ৭ মার্চ এই 'নিষিদ্ধ ঘোষণা' তুলে নেওয়া হয়। ২০০৪ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী ঢাকা বইমেলা থেকে ফেরার পথে অধ্যাপক আজাদ ধর্মান্ধগুণ্ডাদের হাতে আক্রান্ত হন। তাঁর জীবন সংশয় হয়। এর প্রতিবাদে ঢাকা সহ সারা বাংলাদেশের প্রগতিশীল শক্তি উত্তাল হয়ে ওঠে। আক্রমণকারীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে মানুষ সোচ্চার হন। বাংলাদেশে হরতাল ও ধর্মঘট পালিত হয়। যদিও আক্রমণকারীরা এখনও গ্রেপ্তার হয়নি। এই ঘটনার পরেও তাঁকে বারবার খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছিল। তাঁর একমাত্র পুত্র অনন্যকে গত ২৪ জুলাই ঘাতকেরা অপহরণের চেষ্টা করে। ২৫ জুলাই বিকেলে টেলিফোনে বোমার ভয় দেখিয়ে অসুস্থ হুমায়ুন আজাদ ও তাঁর পরিবারকে আতঙ্কিত করে তোলে। আতঙ্ক ও বিপন্নবোধ থেকে হুমায়ুন আজাদ মৃত্যুর দু'সপ্তাহ আগেবাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী নেত্রী ও দেশবাসীর কাছে একটি মর্মস্পর্শী খোলা চিঠি লেখেন। যার ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পায় একজন সংবেদনশীল মানুষের নিদাণ আর্তি। মুক্ত মনা, অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ অধ্যাপক আজাদের কাছে ধর্মান্ধঘাতকের ভয়ে ঘর বন্দী হয়ে থাকাটা মৃত্যুর চেয়ে শোচনীয় মনে হয়েছিল। মানসিক যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিলেন তিনি। তবুও শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়েননি। ভিতরে ভিতরে প্রস্তুতি নিতেন ওদের হুমকির কাছে মাথা নত করবেন না। 'মৃত্যুর থেকে এক সেকেণ্ড দূরে' বইটি লেখার জন্য দুর্বল শরীরে কলম তুলে নিলেন। এমন সময় আন্তর্জাতিক সংস্থা 'পেন' তাঁকে জার্মান রোমান্টিক লেখক হেনরিক হাইনের উপর গবেষণার জন্য জার্মানিতে আমন্ত্রণ জানায়। পরিবারের সকল অনুরোধে শেষ পর্যন্ত তিনি সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। ৭ই আগষ্ট তিনি জার্মানিতে যান। সেখানে ১২ আগষ্ট ২০০৪ তাঁর জীবনাবসান ঘটে। ২৭ আগষ্ট তাঁকে সমাহিত করা হয় তাঁর জন্মভিটায়। ধর্মান্ধ পিশাচের দল খড়্গ উঁচিয়ে আছে সর্বক্ষণ। হুমকি দিয়েছিল, তাঁর কবরও থাকবে না বাংলাদেশে। জীবদ্দশায় পুলিশ পাহারা ছিল যাঁর বাসায়, মৃত্যুর পর এখন পুলিশ পাহারা দিচ্ছে তাঁর কবর।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com